আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা-শহিদদের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শনিবার। ছবি: তপন মুখার্জি

রাজ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যজুড়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। শনিবার ভাষা–শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হল। কোথাও প্রভাতফেরি হল। কোথাও মূক–বধির, দৃষ্টিহীনদের ভাষা নিয়ে হল অনুষ্ঠান। আবার কোথাও যৌনকর্মীর সন্তানদের শিক্ষার আলোয় আনতে সচেতন করা হল। কোথাও হল রক্তদান শিবির।

এদিন সকালে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী এবং কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে শহিদ মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান।

হুগলি জেলার হরিপালে একটি রক্তদান শিবিরে ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এদিন মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে হরিপালের গোপীনগরে গড়বাগান বুথ তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হয় এই রক্তদান শিবির।

ভাষা ও চেতনা সমিতির উদ্যোগে শুক্রবার সন্ধে থেকে শনিবার ভোর পর্যন্ত চলে নানা অনুষ্ঠান। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে আলপনা দিয়ে সাজানো হয় রাস্তা। সন্ধেবেলায় হয় নাট্যানুষ্ঠান। রাতে বাঙালি পদের খাওয়া দাওয়া হয়। মশাল মিছিল নিয়ে পদযাত্রা করেন ভাষা ও চেতনা সমিতির সদস্যরা। এদিন ভোরবেলায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে শেষ হয় অনুষ্ঠান।

‘উত্তর কলকাতা উদয়ের পথে’র উদ্যোগে হেদুয়া পার্কের কাছে আয়োজন করা হল অনুষ্ঠান। এদিন সন্ধে ৬টা থেকে বাংলা শ্রুতিনাটক, গান, আবৃত্তি এবং নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালন করা হয় ২১ ফেব্রুয়ারি। ছিলেন অধ্যাপক অনির্বাণ বসু। বহু ছাত্রছাত্রী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।

দৃষ্টিহীন, মূক ও বধিরদের নিয়ে এদিন শ্যামবাজারে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সমাজসেবী সংগঠন ‘সংবেদন’। এদিন দুপুর ২টো থেকে ৩টে পর্যন্ত ‘অন্য ভাষা’ অনুষ্ঠান হয়। সংবেদনের সম্পাদক সমিত সাহা জানিয়েছেন, মূক ও বধিরদের জন্য সাঙ্কেতিক ভাষা আছে। আবার দৃষ্টিহীনদের জন্য রয়েছে ব্রেইল। এটা তাঁদের কাছে নিজেদের ভাষা। সেই ভাষাতেই তাঁরা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করেন। তাই সেই ভাষা নিয়েই এই অনুষ্ঠান হয়। দৃষ্টিহীনরা ব্রেইলে এবং মূক–বধিররা সাঙ্কেতিক ভাষায় মত প্রকাশ করেন এদিন। শিশুরা ছবি আঁকে। তিনি জানান, রবিবার এঁদের নিয়েই শ্যামবাজারের শ্যাম পার্কে ফুলদোল উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

শনিবার ভাষা দিবস উপলক্ষে ‘দক্ষিণ হাওড়া মুক্তধারা’ ও ‘আমরা পদাতিক’–এর যৌথ উদ্যোগে উত্তর কলকাতার ড. সরোজিৎ জানা সভাঘরে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন বিকেল সাড়ে তিনটেয় সভাঘরে যৌনকর্মীর সন্তানদের সমাজের মূল স্রোতে ফেরাতে লেখাপড়ার গুরুত্ব বোঝানো হল। অনুষ্ঠানে ছিলেন পণ্ডিত মল্লার ঘোষ, মৌমিতা সাহা, বাচিক শিল্পী এবং সমাজকর্মী অর্পিতা মুখার্জি, চিকিৎসক অভিজিৎ দাস–সহ অন্যরা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার রাতে ভাষা ও চেতনা সমিতির উদ্যোগে মশাল মিছিল। ছবি: আজকাল

এবার বি টেক চালু করছে সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটিতে ২০২৬ সাল থেকে বি.টেক কোর্স চালু হবে। পরবর্তী কালে এম. টেক চালুর কথাও ভাবা হচ্ছে। পাশাপাশি ইন্টিগ্রেটেড এমবিএ, ইন্টিগ্রেটেড বি.এড, স্কুল অফ ডিজাইন, স্কুল অফ নার্সিং এবং একটি মেডিক্যাল কলেজ চালুর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। সপ্তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একথা জানালেন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. জন ফেলিক্স রাজ। শনিবার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে এই অনুষ্ঠান হল। সাংসদ এবং লেখক ড. শশী থারুরকে এদিন সম্মানিক ডিলিট দেওয়া হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫২ জন ছাত্রছাত্রী ডিগ্রির শংসাপত্র পেলেন। এছাড়া ২৫ জন পিএইচডি স্কলারকে ডিগ্রির শংসাপত্র দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ১৭ জন ছাত্রছাত্রী স্বর্ণপদক পেলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রোমের সোসাইটি অব জেসাসের সুপিরিয়র জেনারেল ড. আর্তুরো সোসা। ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ড. জেমস আর্জেন টেটে, রেজিস্ট্রার ড. জেভিয়ার জেয়ারাজ। ড. শশী থারুর বলেন, ‘আমি কঠোর পরিশ্রম করে একটি ডক্টরেট অর্জন করেছি এবং আরও কয়েকটি ডিগ্রি পেয়েছি। কিন্তু ভারতে এটাই আমার প্রথম সাম্মানিক ডক্টরেট। এই সম্মান আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ আমিও একজন জেভেরিয়ান।’ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জানান, এগ্‌জিকিউটিভ এমবিএ কোর্স কর্পোরেট জগতের কর্মীদের কাছে খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অনেকে ভর্তি হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় এবার হাইব্রিড পদ্ধতিতে এগ্‌জিকিউটিভ এমবিএ চালুর বিষয়ে ভাবছে। হাসপাতাল পরিচালনার জন্য দক্ষ প্রশাসক তৈরি করতে নতুন এমবিএ কোর্স চালুর পরিকল্পনাও আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সও চালু করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় অ্যাকাডেমিক ভবনের কাজ প্রায় শেষ। ইতিমধ্যে প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এখানে আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার ইত্যাদি থাকবে। দেড় হাজার আসনের একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম তৈরি হচ্ছে। এছাড়া আরও দুটি ছোট অডিটোরিয়াম হচ্ছে। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে দুটি পত্রিকা ও একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়।

বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটির সপ্তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সাম্মানিক ডি-লিট দেওয়া হচ্ছে ড. শশী থারুরকে। আছেন রোমের সোসাইটি অফ জেসাসের সুপিরিয়র জেনারেল ড. আর্তুরো সোসা, আচার্য ড. জেমস আর্জেন টেটে, উপাচার্য ড. জন ফেলিক্স রাজ ও রেজিস্ট্রার ড. জেভিয়ার জেয়ারাজ। ছবি: আজকাল

বাঁশদ্রোণীতে চুরি, গ্রেপ্তার ২

বাঁশদ্রোণীতে একটি বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রুপোর গয়না চুরি করে ধরা পড়েছে গোপাল নায়েক এবং সমীর গুপ্ত নামে দু’জন। সূত্রের খবর লক্ষাধিক টাকার গয়না চুরি করেছিল তারা। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। গোপাল নায়েক চুরি করে সমীর গুপ্তর কাছে বিক্রি করেছিল বলে সূত্রের খবর। শনিবার আলিপুর আদালত ধৃতদের ২৫ ফেব্রুয়ারি অবধি পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

মন্দিরে চুরি, ধৃত

যাদবপুরে একটি মন্দিরের ক্যাশবাক্স ভেঙে ৪০ হাজার টাকা চুরির অভিযোগে ধরা পড়েছে একজন। শনিবার ধৃতকে আলিপুর আদালতে হাজির করা হলে ২৬ ফেব্রুয়ারি অবধি পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অস্ত্র মামলা, গ্রেপ্তার

অস্ত্র মামলায় লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখার গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়েছে রাজেশ মল্লিক নামে এক ব্যক্তি। হেস্টিংস থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। শুক্রবার পুলিশ তাকে ট্যাংরা থেকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার আদালত ধৃতকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

নাবালিকাকে খুনের চেষ্টা, ডাকাতি সাঁতার শিক্ষকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

আজকালের প্রতিবেদন

চিৎপুর থানা এলাকায় এক নাবালিকাকে খুনের চেষ্টা এবং ডাকাতির অভিযোগের মামলায় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হল সাঁতার শিক্ষকের। শনিবার শিয়ালদা দায়রা আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস ওই আদেশ দিয়েছেন। সাজাপ্রাপ্ত সাঁতার শিক্ষকের নাম সন্দীপ সাউ। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৫ সালের ১৮ মার্চ দুপুরে। ওই দিন সন্দীপ নাবালিকার ফ্ল্যাটে আসে। সেই সময় নাবালিকা একাই ছিল। মা, বাবা কেউই ফ্ল্যাটে ছিলেন না। সরকারি কৌঁসুলি অসীম কুমার জানান, অভিযুক্ত সন্দীপ সাউ ওই নাবালিকাকে বলেছিল তার বাবার চিকিৎসার জন্য টাকা লাগবে। আলমারির চাবি চায় নাবালিকার কাছে। আলমারির খুলে সমস্ত গয়না হাতিয়ে নেওয়ার সময় ওই নাবালিকা বাধা দেয়। সন্দীপ গামছা দিয়ে নাবালিকার গলায় ফাঁস দিয়ে দেয়। সবজি কাটার ছুরি এনে নাবালিকার গলায় কোপ দেয়। অজ্ঞান হয়ে যায় ওই নাবালিকা। জ্ঞান ফিরলে কোনওমতে পাশের ফ্ল্যাটের কাকিমাকে ডেকে সব বলে। প্রতিবেশীরা ওই নাবালিকাকে একটি হাসপাতালে ভর্তি করে। পরের দিন সকালে কাগজে বিস্তারিত লিখে পুলিশের কাছে দিয়ে দেয়। তদন্তে নেমে পুলিশ সাতাঁর শিক্ষক সন্দীপ সাউকে গ্রেপ্তার করে। মামলায় আদালতে ২২ জন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। শিয়ালদা আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস মামলার বিচারে সন্দীপ সাউকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাবাসের আদেশ দিয়েছেন। সরকারি কৌঁসুলি অসীম কুমার জানান বিচারক এই মামলার তদন্তকারী অফিসার সৌরভ রায়ের প্রশংসা করেছেন। সেই সঙ্গে কলকাতা পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে ওই নাবালিকাকে সাহসিকতার জন্য সম্মান প্রদান করতে।

পৌনে ২ কোটি টাকা তছরুপ, গ্রেপ্তার

আজকালের প্রতিবেদন

পোষাক বিপণি সংস্থায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে সংস্থার কর্মী বিবেক পোদ্দারকে। শ্যামপুকুর থানায় গত বছর অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। লালবাজারের অ্যান্টি–চিটিং সেকশনের গোয়েন্দাদের হাতে কসবা থেকে ধরা পড়েছে বিবেক। অভিযোগকারীর আইনজীবী গোপাল হালদার ও ইয়াসিন রহমান জানান, ধৃত বিবেক ওই বিপণির চিফ ফিনান্স অফিসার পদে চাকরি করত। তার বিরুদ্ধে জাল নথিপত্র তৈরি করে ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ। শনিবার আদালত ধৃতকে ২ মার্চ অবধি পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা নর্থ
৫ম তল, ৩৩, এন এস রোড, কলকাতা–৭০০০০১
মোবাইল নম্বর: ৯১–৮২৪০৪৬০৯৮১ / ৯১–৭৩৫৪৬৬৫৫৬২
ই–মেল: recoverykolknro@centralbank.bank.in

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট IV–A [রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুরক্ষিত ঋণদাতা) কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুরক্ষিত ঋণদাতা) অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক/প্রতীকী (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত) দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুরক্ষিত ঋণদাতা) পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেভাবে আছে’ এবং ‘যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে সম্পত্তির ওপর কোনও দায় বিদ্যমান নেই। অবশ্য, বিডাররা অবশ্যই নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলাম হতে চলা সম্পত্তি সংক্রান্ত দায়, স্বত্ব ও সম্পত্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন দাবি/ অধিকার/ বকেয়া সম্পর্কে নিজ উদ্যোগে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে নেবেন। সংরক্ষণ মূল্য এবং বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) প্রতিটি সম্পত্তির বিশদ বিবরণে উল্লেখ করা আছে।

অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম	সম্পত্তিগুলির বিশদ বিবরণ (ফ্ল্যাট/ দোকান/ জমি/ বাড়ি ইত্যাদি)	সম্পত্তি আইডি	১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনাদায়ী বকেয়া (লক্ষ টাকায়) ১৩(৪) বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সংরক্ষণ মূল্য বায়না জমা বিড গুণক
১. পূজা ফুড প্রোডাক্টস প্রোপ্রাইটর শ্রী সুনীল কুমার আগরওয়াল শাখা অফিস- সোদপুর	‘উমালোক’ নামক জি+৪ তলা আর সি সি ফ্রেমযুক্ত ইটের বিল্ডিংয়ের ৫ম তলায়, উত্তরমুখী, ১৪১৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট, ৩টি বেডরুম, ১টি লিভিং কাম ডাইনিং, রান্নাঘর, টয়লেট, ব্যালকনি সমন্বিত স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝের ফ্ল্যাট নং ৪১০ এবং ৪১১–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: সামান্য কমবেশি ১৯ কাঠা বাস্তু জমির উপর অবস্থিত, প্রাঙ্গণ নং ৬, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব), কলকাতা–৭০০০৩৫, বরানগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২০(ও), ১৩(এন), মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৮০২–এর অন্তর্গত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, থানা– বরানগর, এ ডি এস আর–কাশীপুর দমদম–এর এক্তিয়ারভুক্ত, মৌজা– বনহুগলি, তৌজি নং ৩০২৭, জে এল নং ৬, আর এস নং ৫, আর এস খতিয়ান নং ২০৭, আর এস দাগ নং ১৫৮২, ১৫৮৬, ১৫৮৪, ১৫৮৫ এবং ১৫৮৬, যার সাথে অন্তর্নিহিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ বা স্বার্থ বা মালিকানা এবং তার সাথে যুক্ত সমস্ত ইজমেন্ট এবং আনুষাঙ্গিক অধিকার, সমস্ত ফিক্সচার এবং ফিটিংস, যার মধ্যে বৈদ্যুতিক, স্যানিটারি এবং লিফটের সুবিধা অন্তর্ভুক্ত। ২০১৩ সালের স্বত্ব দলিল নং I-১০১৬ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা শ্রীমতী সরিতা আগরওয়ালের নামে। বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি: উত্তর– প্রেমিসেস নং ৬৮/১, নিম চাঁদ মৈত্র স্ট্রিট, দক্ষিণ– দেশবন্ধু রোড (পূর্ব), পূর্ব– প্রেমিসেস নং ৭এ, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব), পশ্চিম– প্রেমিসেস নং ৫/১বি, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)	CBINKOL1409P00JAFOOD	১৬.০২.২০২৪ ₹ ৪৫.৭০ লক্ষ ০৮.০৭.২০২৪ (প্রতীকী দখলাধীন)	আরপি: ₹৫০,৬৪,০০০/– ইএমডি: ₹৫,০৬,৪০০/– বিআইএ: ₹২০,০০০/–
২. ব্রজ সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ পার্টনার- ১. শ্রীমতী শান্তা সেহগল, ২. শ্রী অভিষেক সেহগল, ৩. শ্রী অবিনাশ সেহগল, ৪. শ্রী বিশাল সেহগল, ৫. শ্রী বিমল সেহগল, ৬. শ্রীমতী সারিকা সেহগল জামিনদার- ১. মেসার্স মেকনো এন্টারপ্রাইজ (পার্টনার- শ্রী দেশ কুমার সেহগল এবং শ্রীমতী বিনোদ কুমারী সেহগল) ২. শ্রী দেশ কুমার সেহগল ৩. শ্রী অভিষেক কুমার সেহগল ৪. মেসার্স অনুপমা ফাউন্ড্রি (পার্টনার- শ্রী দেশ কুমার সেহগল এবং অভিষেক কুমার সেহগল) শাখা অফিস- কলেজ স্ট্রিট	১. ১ একর ৯৮ ডেসিমেলের মধ্যে প্রায় ১ একর ৩১ ডেসিমেল এবং ৫৮ ডেসিমেলের মধ্যে ১৬ ডেসিমেল, মোট ১ একর ৪৭ ডেসিমেল শালি জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বেরেলা, জে এল নং ৬, এল আর খতিয়ান নং ৫৮৩/১ কৃ, ১০৫৯/২, ৭৪৮/১, ১৪৩৫/১ কৃ, এল আর প্লট নং ৩১৫৫ এবং ৩১৫৬, নয়ানজুলি, গ্রাম– কোঁচমালি, জি টি রোড, পোঃঅঃ– বৈঁচি, থানা– পাণ্ডুয়া, জেলা– হুগলি, থানা– পাণ্ডুয়া, পিন–৭১২১২৪, বেরেলা কোঁচমালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। ২০০২ সালের টাইটেল ডিড নং ১-২১২৩ অনুযায়ী সম্পত্তির নিবন্ধিত মালিক ১. শ্রী অবিনাশ সেহগল, ২. শ্রী অভিষেক সেহগল, ৩. শ্রীমতী শান্তা সেহগল। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– খাল, দক্ষিণ– জি টি রোড, পূর্ব– প্লট নং ৩১৫৬, পশ্চিম– প্লট নং ৩১৫৬	CBINKOL0094BRAJCEMENTIND	২৯.০৬.২০২৪ ₹ ৪১.২৭ লক্ষ ০৬.১২.২০২৪ (প্রতীকী দখলাধীন)	আরপি: ₹২,০৬,৫৯,০০০/– ইএমডি: ₹২০,৬৫,৯০০/– বিআইএ: ₹২০,০০০/–
	২. সি এস দাগ নং ৩৩২৬–এর অধীনে ১ কাঠা ৮ ছটাক এবং সি এস দাগ নং ৩৩২৭–এর অধীনে ৩ কাঠা ১১ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্বলিত প্রায় ৫ কাঠা ৩ ছটাক ২০ বর্গফুট নিষ্কর জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: উভয়ই মৌজা– খড়দহ, জে এল নং ২, আর এস নং ১৮, তৌজি নং ১৪৫, ২৯৯৮ এবং ১৫০৫, ১৯৬১ নং–এর অধীনে খতিয়ান নং ১৯৬০ এবং যথাক্রমে খতিয়ান নং ৮৫৫ এবং ৮৫৬–এর অধীনে খতিয়ান নং ৮৭৫, থানা– খড়দহ, জেলা– ২৪ পরগনা–এর অন্তর্গত এবং তার উপর অবস্থিত ও স্থিত দোতলা বিল্ডিং যার অংশবিশেষ পূর্বে প্রাঙ্গণ নং ১৫৪ নামে পরিচিত ছিল এবং বর্তমানে প্রাঙ্গণ নং ৩৬, আদর্শ পল্লী রোড নামে পরিচিত, খড়দহ পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডে, থানা– খড়দহ, জেলা– ২৪ পরগনা। ১৯৭৫ সালের টাইটেল ডিড নং ১-৬০১৩ অনুযায়ী নিবন্ধিত মালিক মেসার্স মেকনো এন্টারপ্রাইজ, একটি পার্টনারশিপ ফার্ম (পার্টনার– শ্রী দেশ কুমার সেহগল এবং শ্রী বিনোদ কুমার সেহগল)। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– মেসার্স ক্যালকাটা স্টিল কোং লিমিটেড দ্বারা অধিকৃত এলাকা, দক্ষিণ– একটি ১৬ ফুট চওড়া সর্বজনীন রাস্তা, পূর্ব– শ্রী এ কে দত্ত–র মালিকানাধীন জমি ও বিল্ডিং, পশ্চিম– একটি নর্দমা এবং শ্রী পান্নালাল মুখার্জি দ্বারা অধিকৃত জমি ও বিল্ডিং।	CBINKOL0094BRAJCEMENTINDU	২৯.০৬.২০২৪ ₹ ৪১.২৭ লক্ষ ০৬.১২.২০২৪ (প্রতীকী দখলাধীন)	আরপি: ₹১,০৬,৮২,০০০/– ইএমডি: ₹১০,৬৮,২০০/– বিআইএ: ₹২০,০০০/–
৩. মেসার্স রুদ্রভেদা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড ডিরেক্টর- ১. বিমল কৃষ্ণ চ্যাটার্জি ২. ভাস্কর চ্যাটার্জি ৩. রূপা চ্যাটার্জি, শাখা অফিস কল্যাণী	মোট ০.০৫৩ একর অর্থাৎ ৩ কাঠা ৩ ছটাক ১১ বর্গফুট জমির উপর ‘সি এস সি টাওয়ার’ নামে সাধারণত পরিচিত একটি (জি+৪) আবাসিক তথা বাণিজ্যিক বিল্ডিংয়ের মোট আনুমানিক ৮২৭.৫২ বর্গফুট (একতলায় ২০৮.৮ + প্রথম তলায় ৬১৮.৭২) বাণিজ্যিক পরিসরের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা ২০, চুঁচুড়া, আর এস প্লট নং ৫৬৪৪ এবং ৫৬৪৫–এ, সংশ্লিষ্ট এল আর প্লট নং ৭০৫৮ এবং ৭০৬০, আর এস খতিয়ান নং ৮৮৬, এল আর খতিয়ান নং ৪১২৬ (পুরানো), ১৩৯৩৭ (পুরানো), ১৩৯৩৯ (পুরানো), ১৭৩৮৭ (নতুন), হুগলিতে অবস্থিত, থানা– চুঁচুড়া, চুঁচুড়া পুরসভা, হোল্ডিং নং ১১৭/৫৬ এবং ১১৮/৫৬: জেলা– হুগলি, পিন–৭১২১০১। ২০১৬ সালের সেল ডিড নং I-০২৫০৫ অনুযায়ী নিবন্ধিত মালিক শ্রীমতী রূপা চ্যাটার্জি, স্বামী– শ্রী বিমল কৃষ্ণ চ্যাটার্জি। ২০১৬ সালের গিফ্ট ডিড নং I-০৫৫৯৭ অনুযায়ী নিবন্ধিত মালিক শ্রীমতী রূপা চ্যাটার্জি, স্বামী– শ্রী বিমল কৃষ্ণ চ্যাটার্জি। ২০১৬ সালের সেল ডিড নং I-০৫৫৯৫ অনুযায়ী নিবন্ধিত মালিক শ্রীমতী রূপা চ্যাটার্জি, স্বামী– শ্রী বিমল কৃষ্ণ চ্যাটার্জি। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– ১৫ ফুট চওড়া এন এস রোড, দক্ষিণ– রবীন্দ্রনাথ দাসের বাড়ি, পূর্ব– শৈলেন্দ্রনাথ দাসের বাড়ি, পশ্চিম– রবীন্দ্রনাথ দাসের প্যাসেজ।	CBINKOL2552RUDVEDA	০১.০৮.২০২৫ ₹ ৪৫.৭০ লক্ষ ০৩.১১.২০২৫ (প্রতীকী দখলাধীন)	আরপি: ₹৫৬,০০,০০০/– ইএমডি: ₹৫,৬০,০০০/– বিআইএ: ₹২০,০০০/–
৪. লাল্টু সিনহা শাখা অফিস: কৃষ্ণনগর	টিন–আচ্ছাদিত প্রায় ১২০ বর্গফুট মাপের একটি বাড়ি (বর্তমানে একতলা বাড়ি) সমেত সামান্য কমবেশি ৩.৩০৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: খতিয়ান নং ৪১৮৯ (সাবেক), এল আর খতিয়ান নং ২২২০০, আর এস প্লট নং ১১৬৫৫, এল আর প্লট নং ২৬২০৬, জে এল নং ৯২, মৌজা– কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগর মহকুমা, পুরসভা– কৃষ্ণনগর, জেলা–নদিয়া। ২০১৫ সালের স্বত্বদলিল নং I–১০৭৬ মোতাবেক সম্পত্তির রেজিস্টার্ড স্বত্বাধিকারী শ্রী লাল্টু সিনহা। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– গোপীনাথ সাহা রোড; দক্ষিণ– দাতা শ্রীমতী প্রিয় বালা মিত্রের নিজস্ব সম্পত্তি; পূর্ব– পুরসভার রাস্তা; পশ্চিম– দাতা শ্রীমতী প্রিয় বালা মিত্রের নিজস্ব সম্পত্তি।	CBINKOL3420LALTUSINHA	০৭.০৫.২০২২ ₹১২.২৩ লক্ষ ০২.০১.২০২৩ (বাস্তবিক দখলাধীন)	আরপি: ₹১৮,৪৮,০০০.০০ ইএমডি: ₹১,৮৪,৮০০.০০ বিআইএ: ₹২০,০০০.০০
৫. মিঃ গোবিন্দ হেমব্রম (প্রয়াত) শ্রীমতী সান্তনা মারান্ডি, প্রয়াত গোবিন্দ হেমব্রমের বৈধ উত্তরসূরি ব্রাঞ্চ অফিস: ডিআরএম শিয়ালদা	‘শচীন্দ্র অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক জি+২ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের ৩য় তলে দক্ষিণ–পূর্ব–উত্তর দিক অভিমুখী সামান্য কমবেশি ৬২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি আবাসিক ফ্ল্যাট যার অবস্থান: মৌজা– সুলতানপুর, আর এস দাগ নং ২০৭, আর এস খতিয়ান নং ০৬, জে এল নং ১০, তৌজি নং ১৭২, আর এস নং ১৪৮, ফ্ল্যাট নং ২বি, হোল্ডিং নং ১০৬, নলতা মহাজাতি রোড, দমদম পুরসভার অধিক্ষেত্রাধীন, থানা– দমদম, কলকাতা–৭০০০২৮।	CBINKOL3986GOBINDAHEMBRAM	০৬.০৫.২০২২ ₹৮.৫৪ লক্ষ ১৬.১০.২০২২ (বাস্তবিক দখলাধীন)	আরপি: ₹১৫,৮৩,০০০/– ইএমডি: ₹১,৫৮,৩০০/– বিআইএ: ₹২০,০০০/–
৬. রাধা কৃষ্ণ শাড়ি সেন্টার প্রোপ্রাইটর- পলাশ সাহা প্রয়াত কালী পদ সাহা (জামিনদার) প্রয়াত কালী পদ সাহার সমস্ত আইনি উত্তরাধিকারী। শাখা অফিস- রানাঘাট	প্রায় ৪ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস দাগ নং ৮৬৫, সংশ্লিষ্ট এল আর দাগ নং ২১৫৫–এর অধীনে, আর এস খতিয়ান নং ১০৯০, সংশ্লিষ্ট, এল আর খতিয়ান নং ৪৫৭, মৌজা নং ২৫ বহিগাছি, থানা– শান্তিপুর, জেলা– নদিয়া। জমির নিবন্ধিত মালিক শ্রী কালীপদ সাহা (জামিনদার), পিতা– কৃষ্ণ চন্দ্র সাহা, ১০২/২৩ রামনাথ তারাক্রান্ত রোড, ২ নং রেল গেট, পোঃ এবং থানা– শান্তিপুর, জেলা, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– বাজারের সরু রাস্তা; দক্ষিণ– জ্যোতিষ চন্দ্র পাড়ের জমি; পূর্ব– সরু রাস্তা; পশ্চিম– জ্যোতিষ চন্দ্র পাড়ের জমি।	CBINKOL3511RADHAKRISHNA	১৬.০৯.২০১৬ ₹ ১০.৭৭ লক্ষ ৩০.১১.২০১৬ (বাস্তবিক দখলাধীন)	আরপি: ₹ ১৬,৯৮,০০০/– ইএমডি: ₹ ১,৬৯,৮০০/– বিআইএ: ₹২০,০০০/–

ই–নিলাম	পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	নিলামের জন্য ইএমডি জমা দেওয়া শুরুর তারিখ ও সময়	ইএমডি অর্থাঙ্ক জমার শেষ তারিখ ও সময়	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
১ থেকে ৩ সম্পত্তির ক্ষেত্রে ৪ থেকে ৬ সম্পত্তির ক্ষেত্রে	১ থেকে ৩ সম্পত্তি প্রতীকী দখলাধীন পরিদর্শনের সুযোগ নেই ৪ থেকে ৬ সম্পত্তির ক্ষেত্রে ১৬.০৩.২০২৬	২ মার্চ ২০২৬ বেলা ১১ টা থেকে ৪টে	১৬ মার্চ ২০২৬ বেলা ৪টে পর্যন্ত	১৭ মার্চ ২০২৬ বেলা ১০ টা থেকে ৬টা

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(৬) অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

নিলাম পরিচালিত হবে ব্যাঙ্কের অনুমোদিত সার্ভিস প্রোভাইডার, ই–নিলাম এজেন্সির ওয়েবসাইট https://www.baanknet.com–এর মাধ্যমে। ই–নিলাম এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য হল:
• পিএসবি অ্যালায়েন্স হেল্পডেস্ক নম্বর: +৯১–৮২৯১২২০২২০, ই–মেল: support.baanknet@psballiance.com.
বিডার রেজিস্ট্রেশন এবং ইএমডি প্রদান/ ফেরত সংক্রান্ত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে যোগাযোগ: support.baanknet@psballiance.com। অনুগ্রহপূর্বক হেল্পডেস্ক আধিকারিকদের সঙ্গে কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে যোগাযোগ করবেন।
যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি সম্পন্ন করে রাখতে বিডারদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে:
ধাপ ১: বিডার/ক্রেতা রেজিস্ট্রেশন: ই–নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://www.baanknet.com–তে নিজের মোবাইল নম্বর ও ই–মেল আইডি দিয়ে বিডারদের রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে।
ধাপ ২: কেওয়াইসি যাচাই: ই–কেওয়াইসি–র অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় নথিগুলি সিস্টেমে যাচাই করা হবে।
অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, এই ধাপ নং ১ ও ধাপ নং ২ বিডারদের তরফে **যথেষ্ট সময় আগেই** সম্পন্ন করে রাখতে হবে।
ধাপ ৩: ইএমডি অর্থাঙ্ক: নিলামের যথেষ্ট আগে/ নিলাম চলার সময় নিজের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন উপায়ে (অর্থাৎ, এনইএফটি/ ট্রান্সফার/ ইউপিআই/ নেটব্যাঙ্কিং) আগ্রহী বিডার/ক্রেতারা ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর করে দেবেন। গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থাঙ্ক উপলব্ধ না থাকলে, সিস্টেম সংশ্লিষ্ট বিডারকে বিড করতে দেবে না। রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তরের কাজগুলি নিলামের নির্ধারিত সময়সীমার যথেষ্ট সময় আগেই সম্পন্ন করে রাখতে হবে। বিডাররা এক বা সমস্ত সম্পত্তির জন্য দরপ্রস্তাব জমা দিতে পারবেন। কেবলমাত্র তাঁর অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট ইএমডি থাকলে তবেই কোনও আগ্রহী বিডার ই–নিলামের তারিখে বিড করতে সক্ষম হবেন। বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি) থাকতেই হবে। একাধিক সম্পত্তির জন্য দরপ্রস্তাব জমার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সম্পত্তির জন্য ইএমডি জমা দিতে হবে। ব্যাঙ্কিংয়ের কারবার অনুযায়ী এই প্রক্রিয়ায় কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং সেই কারণে বিডারদের নিজেদের স্বার্থেই শেষ মিনিটের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট সময় হাতে থাকতে প্রাক্‌–বিড অর্থাঙ্ক জমা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ইএমডি/ নিলাম প্রক্রিয়া চলাকালীন বিডিংয়ের সময় অর্থাঙ্ক প্রদানের জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।
ধাপ ৪: বিডিং প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল: ওপরের ধাপ নং ১, ২ ও ৩ সম্পন্ন করার পরে ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে আগ্রহী ও রেজিস্টার্ড বিডাররা অনলাইনে বিড করতে পারবেন।
কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিডার থাকলে, সেই একক বিডারকেও ই–নিলামে অংশ নিতে হবে এবং ওপরে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে উল্লিখিত ও বিড গুণক হিসেবে নির্ধারিত অর্থমূল্যের সমমূল্যের বর্ধিত দরপ্রস্তাব জমা দিতে হবে, যার অন্যথা হলে তাঁকে সফল বিডার হিসেবে ঘোষণা করা হবে না।
ইএমডি/ নিলাম প্রক্রিয়া চলাকালীন বিডিংয়ের সময় অর্থাঙ্ক প্রদানের জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক ব্যাঙ্কের **www.centralbankofindia.bank.in** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।

তারিখ: ২২ ফেব্রু, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
ই–মেল আইডি: recoverykolknro@centralbank.bank.in